Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-05-2026 18:35 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৫ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আর জি কর কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর স্ক্যানারে কলকাতা পুলিশ, সাসপেন্ড বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়-সহ ৩

মাত্র ১৮ দিনের মজুত? ইরান যুদ্ধে ১৫ শতাংশ কমল ভারতের অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার

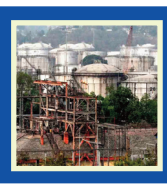

গৃহযুদ্ধে পুড়ছে পাকিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়ায় সেনাছাউনিতে আত্মঘাতী হামলা, মৃত ১৫ পাক সেনা

আর জি কর কাণ্ড সাসপেন্ড ৩ আইপিএস

তদন্তের আওতায় মমতাও !

মানস দাস ● নয়া জামানা

আর জি করের বহুচর্চিত 'অভয়া' কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী।কলকাতা পুলিশের তিন শীর্ষ আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন,ঘটনার সময় কার নির্দেশে পুলিশ কাজ করেছিল সেই প্রশ্নের উত্তরও এবার খোঁজা হবে।

আর সেই তদন্তের আওতায় আসতে পারেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।ক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন,সেই সময় যাঁরা সাংবাদিক বৈঠক করেছেন বা নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তাঁরা কার নির্দেশে এসব করেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হবে।প্রয়োজনে ফোনকল, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সব তদন্তের আওতায় আনা হবে।এরপরই তিনি ঘোষণা করেন, তৎকালীন কলকাতা পুলিশের তিন আধিকারিক বিনীত গোয়েল,ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ,

আর জি কর ঘটনার সময় নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠক করে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল এবং পুলিশের আচরণে সংবেদনশীলতার অভাব ছিল।বিশেষভাবে ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,তিনি তখন কলকাতা পুলিশের সরকারি মুখপাত্র ছিলেন না। তা হলে কোন নির্দেশে তিনি প্রতিদিন সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন ?সেই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন।নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগও সামনে আনেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর দাবি,পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কারা সেই প্রস্তাব দিয়েছিল এবং কেন দিয়েছিল তাও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান তিনি।বিজেপি ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে আর জি কর মামলার নতুন করে তদন্ত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে দেখা গেল শুভেন্দুকে।অন্যদিকে,এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন,এই মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্ত চলছে এবং আদালতের নজরদারিও রয়েছে।তার মাঝখানে নতুন সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করছে কি না সেটাও প্রশ্নের।

ঘরছাড়া কর্মীদের ফেরাবে বিজেপি

শর্ত বেঁধে বিরোধী

দলনেতাকে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

দীপঙ্কর দোলাই ,নয়া জামানা ঃ বিজেপি সরকারের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনেই ভোট-পরবর্তী হিংসার ইস্যুতে সরব তৃণমূল।এদিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পর বহু তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া হয়ে রয়েছেন এবং রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, প্রকৃতপক্ষে কেউ ঘরছাড়া হয়ে থাকলে তাঁদের সসম্মানে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হবে, তবে আইনগত অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এদিন বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পিকার নির্বাচিত হন রথীন্দ্র বসু। এরপর অধিবেশন শুরু হলে প্রথমে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নতুন স্পিকারকে অভিনন্দন জানান এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে বিধানসভা পরিচালনার বার্তা দেন। অতীতের রাজনৈতিক তিক্ততা ভুলে

সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলারও আহ্বান জানান তিনি।এরপর বক্তব্য রাখতে উঠে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন।তিনি বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব হলেও বর্তমানে সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিজেপি বলেছিল ভয় নয়, ভরসা আসবে। কিন্তু বাস্তবে মানুষের ভয় আরও বেড়েছে। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, যাতে ঘরছাড়া মানুষ নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন। বক্তৃতার সময় বিজেপি বিধায়কদের তরফে হইচই শুরু হলেও মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাঁদের শান্ত হতে বলেন। তিনি জানান, সংবিধান বাক্ স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে এবং বিরোধীদের বক্তব্য শোনা হবে। পরে জবাবি বক্তৃতায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ঘরছাড়া কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তবে যদি বিরোধী দল তালিকা দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০২১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ না থাকে, তাহলে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও পুলিশ প্রশাসন তাঁকে সসম্মানে বাড়ি ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু অভিযোগে নাম থাকলে আইন আইনের পথেই চলবে।আগামী ১৮ জুন বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সকাল সাড়ে ১১টায় বিধানসভায় ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল আর এন রবি।

আগে কষ্ট করলে পরে কষ্ট কম হবে, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশজুড়ে ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। শুক্রবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন মূল্যের জেরে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। লিটার প্রতি প্রায় ৩ টাকা করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পর বিরোধীরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জ্বালানি সঙ্কটের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। নতুন দামের ফলে কলকাতায় পেট্রোলের মূল্য বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ১০৮ টাকা ৬৬ পয়সা। মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ১০৬ টাকা ৬৮ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে তা বেড়ে হয়েছে ১০৩ টাকা ৬৭ পয়সা। দিল্লিতেও পেট্রোলের দাম প্রায় ১০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ডিজেলের দামও সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, বিশ্বজুড়ে যে সঙ্কট চলছে, তার প্রভাব থেকে আমরা আলাদা থাকতে পারি না। যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।তিনি আরও বলেন, অনেকদিন পর সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে

বাধ্য হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি জ্বালানি ও তেলের সম্ভাব্য সঙ্কট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরও মূল্যবৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি কার্যত সময়ের অপেক্ষাই ছিল।তবে বিরোধী দলগুলির দাবি, মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-05-2026 18:35 Page 2

হান্টাভাইরাস কি করোনার মতো ভয়াবহ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া থেকে ছেড়ে যাওয়া ক্রুজ শিপ -এ সম্প্রতি হান্টাভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব ঘিরে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক। ইতিমধ্যেই কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আক্রান্ত ৮ জন, মৃত ৩। অনেকের মনেই প্রশ্ন, হান্টাভাইরাস কি করোনার মতো ভয়াবহ? চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এটি কোভিডের মতো নয়।

ক্রুজ-এ হান্টাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে আনডিজ ভাইরাস -এ আক্রান্ত হয়ে। দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া এই বিশেষ স্ট্রেইনটিই একমাত্র হান্টাভাইরাস যা মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে পারে।

হান্টাভাইরাস আসলে কী?

কোরিয়ান যুদ্ধের সময় প্রথম শনাক্ত; হান্টান নদীর নামে। এটি মূলত ইঁদুর, ছুঁচো এবং অন্যান্য প্রাণীর থেকে ছড়ায়। সংক্রমিত প্রাণীর মূত্র, মল বা লালার শুকনো কণা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে মানুষ আক্রান্ত হয়। সাধারণত শুষ্ক, গ্রামীণ পরিবেশে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক শীর্ষকর্তার মতে, এটি কোভিডের সূচনা নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই ভাইরাসে সাধারণ মানুষের জন্য ঝুঁকি অত্যন্ত কম।

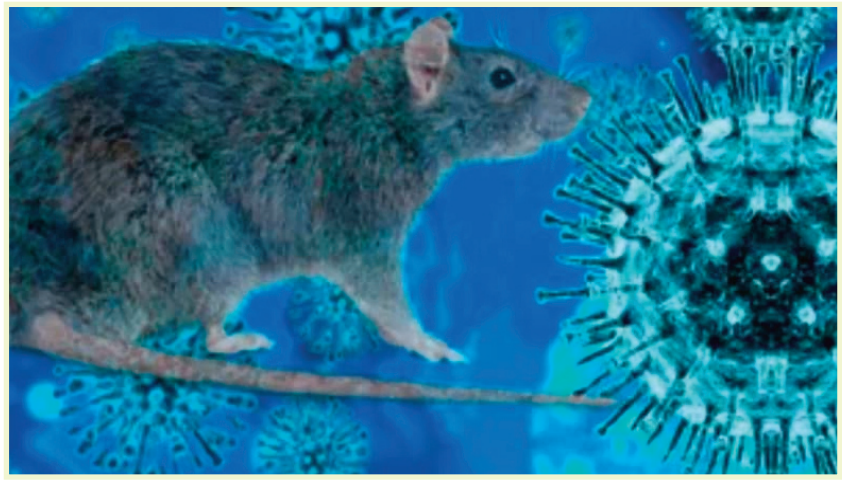

কেন কোভিডের মতো নয়?

১. ফ্লু বা কোভিড খুব দ্রুত একজনের থেকে অন্যের দেহে সংক্রমণ হয়। হান্টাভাইরাস সংক্রমণের জন্য চাই দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক।

২. শরীরের ভিন্ন রিসেপ্টর কোভিড সংক্রমণ হয় রিসেপ্টরে। যা গলা ও শ্বাসনালীর উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। হান্টাভাইরাসে বিটা ৩ ইন্টিগ্রিন-এ; যা ফুসফুসের গভীরে ও রক্তবাহিকার আস্তরণে সংক্রমণ হয়। তাই সংক্রমিত ব্যক্তি কাশলে-হাঁচলেও খুব কম ভাইরাস ছিটকায়।

৩. কোভিড ও ফ্লু দ্রুত রূপান্তরিত হয়; তাই নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। হান্টাভাইরাস তুলনায় স্থিতিশীল।

প্রাথমিক লক্ষণ ঃ জ্বর, ক্লান্তি, পেশী-যন্ত্রণা, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা। অবস্থা গুরুতর হলেফুসফুসে তরল জমে শ্বাসকষ্ট (হান্টাভাইরাস পালমোনারি সিনড্রোম)। ২০২৫-এ আটটি দেশে ২২৯ জন আক্রান্ত, ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারতে হান্টাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে। তবু বাড়িঘরে ইঁদুর-ছুঁচোর সংক্রমণ এড়াতে রান্নাঘর ও সঞ্চয়স্থান পরিষ্কার রাখুন, খাবার ঢেকে রাখুন। গ্রামীণ বা পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণের সময় পরিত্যক্ত কুটিরে ঢোকার আগে বাতাস চলাচল নিশ্চিত করুন।

আঙুল না বিদ্যুৎ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জুনিয়র ভারত হোক কিংবা আইপিএলের মঞ্চ, বাইশগজে পনেরো বছরের বৈভব সূর্যবংশীর দাপট দেখে হতবাক গোটা বিশ্ব। ভিন্ন ক্ষেত্রে তেমনই এক বিস্ময় বালকের কাণ্ডে চক্ষু ছানাবড়া সকলের। চোখের পলক ফেলার আগে ২.২ রুবিক্ স কিউব সমাধান করে নজির গড়েছে সে। চিনা বালকের সেই ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।গ্লোবাল ইকো নামের একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছে চমকে দেওয়া ভিডিওটি। সেখানে দেখা গিয়েছে, ২*২ রুবিক্ স কিউব সমাধানের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। একটি টেবিলে কিউব নিয়ে বসে আছে বিস্ময় বালক। টাইমার শুরু হতেই সে কিউবটিকে বিদ্যুৎ গতিতে ঘোরাতে শুরু করে। আঙুলের গতি এতটাই ছিল দর্শক তা ঠাওর করতেও পারেনি। কয়েক মুহূর্ত পরে দেখা যায় কাজ সেরে ফেলেছে ছেলে। কিউবটি সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গিয়েছে। ওমনি উপস্থিত লোকজন হাততালি দিয়ে ওঠে। ভিডিওতে দাবি করা হয়েছে, মাত্র ০.২৯ সেকেন্ডে ২*২ রুবিক্ স কিউবটি সমাধান করে ফেলেছে চিনের বিস্ময় প্রতিভা।নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিওই। লাইক, কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। সকলেই হতবাক বিস্ময় বালকের কাণ্ড দেখে। নেটাগরিকরা বলছেন, না দেখলে বিষয়টি বিশ্বাস করাই কঠিন হত। অনেকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'অবিশ্বাস্য'। প্রশংসা করে কেউ কেউ বলছেন, 'মানব যন্ত্র'। অনেকে আবার নাম দিয়েছেন 'সুপার কম্পিউটার'।

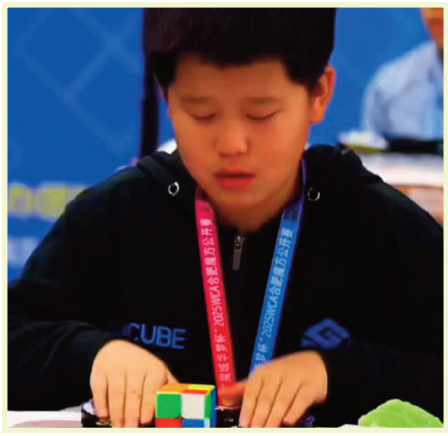

বিশ্বে মধুর জোগান কমছে!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মধু আজকাল আর আগের মতো হয় নাদ, মৌমাছি-পালনকারী ব্যক্তিদের এই দীর্ঘশ্বাস এখন গোটা বিশ্ব জুড়ে। আমেরিকা থেকে ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা থেকে এশিয়া; সর্বত্রই কমছে মধু উৎপাদন।মধু শুধু একটি সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবার নয়, এই সংকট আসলে বিশ্বের খাদ্য-নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কারণ পৃথিবীর প্রায় ৭৫ প্রধান খাদ্যশস্য নির্ভর করে পরাগায়নের উপর, এবং মৌমাছি সেই কাজের প্রধান কারিগর।পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১৯৯০-এর দশক থেকেই মধু উৎপাদনে ঘাটতি দেখা গিয়েছে। ১৯৯২ সালের পর থেকে এই পতনের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি যোগ স্পষ্ট হয়েছে।

কেন কমছে মধু?

ফুলের সংখ্যা কমে যাওয়া মৌমাছিদের মধু তৈরির কাঁচামাল; ফুলের পরাগ ও মধুরস। যত বেশি ফুল, তত বেশি মধু। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, অতিরিক্ত বৃষ্টি, এই সব কারণে ফুল ফোটার সময় ও পরিমাণ বদলে দিচ্ছে।কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত গ্লাইফোসেট-এর মতো হার্বিসাইড; বুনো ফুল ধ্বংস করছে। শুধু কীটনাশক সরাসরি মৌমাছির শরীরে প্রবেশ করে তাদের রোগপ্রতিরোধ ও প্রজনন-ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।ভূমি-ব্যবহারে পরিবর্তন আগে যেখানে পতিত জমিতে বুনো ফুল ফুটত, সেগুলো এখন বাণিজ্যিক চাষজমিতে পরিণত হয়েছে। মাটির উৎপাদনক্ষমতা গবেষণায় দেখা গেছে; মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণমান এবং জলবায়ু; এই দু'টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক মধু উৎপাদনে।প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ১৮ লক্ষ টন মধু উৎপাদিত হয়; এর হ্রাস মানে বিশ্বের খাদ্যশৃঙ্খলেই ফাটল।ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মধু-উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। সুন্দরবনের মৌয়ালদের ঐতিহ্যবাহী মধু-আহরণ বাংলার গর্ব।

কিন্তু এখানেও মধু উৎপাদন কমছে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, ম্যানগ্রোভ-ধ্বংস; সব মিলিয়ে মৌমাছি ও মৌয়াল উভয়ই বিপন্ন।বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, পরাগায়ক-বান্ধব কৃষি চালু করা, কীটনাশকের নির্বিচার ব্যবহার বন্ধ, বাড়িতে ফুলের বাগান, রাসায়নিক-মুক্ত শহুরে পার্ক, এবং ছোট আকারের শহুরে মৌমাছি-পালন -কে উৎসাহ দেওয়া।

হস্তমৈথুন করতে গিয়ে প্রায় মৃত্যু দর্শন!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হস্তমৈথুন করতে গিয়ে বিপদ! চরম সুখের মুহূর্ত পৌঁছানোর আগেই প্রায় মৃত্যুকে ছুঁয়ে এসেছিলেন এই প্রৌঢ়। ঠিক কী ঘটেছিল? সালটা ২০২১। সেই বছরেই এমন একটি মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব। কী ছিল সেই রিপোর্টে? জাপানের এক ৫১ বছর বয়সী ব্যক্তি প্রায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিলেন হস্তমৈথুনের করতে গিয়ে! আত্মসুখ পেতে গিয়ে ব্রেন হ্যামারেজ হয় তাঁর। ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে।সেই সময়ই জানা গিয়েছিল এই ব্যক্তি দিনে একাধিকবার হস্তমৈথুন করতেন। তাঁর কোনও ভাস্কুলার সমস্যা ছিল না। তবে, একদিন এই হস্তমৈথুন করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম বিপদ।এই ব্যক্তির মেডিকেল রিপোর্টে জানানো হয়, সেদিন তিনি যখন হস্তমৈথুন করছিলেন সেই সময় হঠাৎ করেই অসম্ভব মাথা যন্ত্রণা করে ওঠে তাঁর। বিশেষ করে বাঁদিকের কপালে। প্রায় এক মিনিট এই অসম্ভব যন্ত্রণা থাকে তাঁর। তারপর শুরু হয় বমি। সব গুলিয়ে যেতে থাকে, সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়। এই লক্ষণগুলো দেখেই তিনি তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান। পরবর্তীতে সেখানে তাঁর সিটি স্ক্যান করানো হলে দেখা যায় তাঁর ব্রেন হ্যামারেজ হয়েছে, মাথায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁর মস্তিষ্কের বাঁদিকে এই অ্যাকিউট হ্যামারেজ ঘটেছে। হস্তমৈথুনের জেরে তাঁর রক্তচাপ এত বেড়ে গিয়েছিল যে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনার কারণেই তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। যদিও সেই বিপদ কাটিয়ে পরবর্তীতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু আত্মসুখ পেতে গিয়ে এমন বিপত্তির ঘটনা বিরল!

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-05-2026 18:35 Page 3

বেতন-পিএফ বকেয়ার অভিযোগে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে কর্মবিরতি-দুর্ভোগে রোগীর পরিজনেরা

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কর্মবিরতির জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার হাসপাতালের ইমার্জেন্সি গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন প্রায় ২০০ অস্থায়ী কর্মী। এদের মধ্যে রয়েছেন সিকিউরিটি গার্ড, হাউসকিপিং স্টাফ, ওয়ার্ড বয় ও ওয়ার্ড গার্লরা। দীর্ঘদিন ধরে সময়মতো বেতন না পাওয়া এবং পিএফ এর টাকা ঠিকভাবে জমা না পড়ার অভিযোগে তারা এই আন্দোলনে নেমেছেন। হাসপাতালের সামনে সকাল থেকেই বিক্ষোভের ছবি দেখা যায়। কর্মীরা গেটের বাইরে বসে বেতন ও পিএফ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে স্লোগান তোলেন। যদিও রোগীদের কথা মাথায় রেখে জরুরি পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। তবুও হাসপাতালের ভেতরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ সাধারণ পরিষেবার অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। হাসপাতালে স্ট্রেচার টানার কর্মী না থাকায় অনেককেই নিজের হাতে রোগীকে নিয়ে স্ট্রেচার ঠেলতে দেখা যায়। ইমার্জেন্সির সামনে এমন দৃশ্য ঘিরে চরম ভোগান্তির অভিযোগ ওঠে। সাধারণ মানুষ বলছেন, একদিকে কর্মীদের ন্যায্য দাবি থাকলেও অন্যদিকে হাসপাতালের পরিষেবা এভাবে ভেঙে পড়া খুবই উদ্বেগজনক। সিকিউরিটি ইনচার্জ তাপস পাল জানান, ওয়ার্ড বয়, আয়া এবং হাউসকিপিং মিলিয়ে প্রায় ২০০ কর্মী এই কর্মবিরতিতে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা রোগীদের কথা ভেবে জরুরি পরিষেবা চালু রেখেছি। কিন্তু প্রতি মাসে সময়মতো বেতন না পেয়ে আমরা সমস্যায় পড়ছি। ১৫-২০ তারিখ হয়ে গেলেও এখনও বেতন পাইনি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমাধানের অপেক্ষায় আছি।একই অভিযোগ তুলেছেন হাউসকিপিং সুপারভাইজার অমিত রাউত। তার বক্তব্য, ৩০ দিনের মাস হলেও বেতন পেতে ৪৫ থেকে ৫০ দিন লেগে যাচ্ছে। ৬ থেকে ৮ বছর ধরে কাজ করছি, অথচ বেতন মাত্র ৮ হাজার টাকা। তার উপর ৪ থেকে ৬ মাস ধরে পিএফ জমা পড়ছে না। কোনও পে-স্লিপও দেওয়া হচ্ছে না। যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। হাসপাতাল কর্মী জোছনা বাগও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তারা বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নেমেছেন। তিনি জানান, আমরা ঠিকভাবে পে-স্লিপ পাচ্ছি না। তাই পিএফ আদৌ জমা হচ্ছে কিনা সেটাও জানি না। সিকিউরিটি, হাউসকিপিং এবং ওয়ার্ড বয় সব বিভাগের কর্মীরাই এই আন্দোলনে রয়েছেন। এদিকে কর্মবিরতির কারণে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত ইমার্জেন্সি গেটে সিকিউরিটি কর্মীরা থাকেন এবং রোগীর আত্মীয়দের কুপন বা ভিজিটর স্লিপ পরীক্ষা করেন। কিন্তু এদিন সেই গেট কার্যত ফাঁকা দেখা যায়। ফলে যে কেউ অবাধে হাসপাতালে প্রবেশ করছেন। এতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এভাবে গেট ফাঁকা থাকলে যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। অন্যদিকে ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার রবিন রায় স্বীকার করেছেন যে গত কয়েক মাস ধরে বেতন দিতে দেরি হচ্ছে। তিনি জানান, সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে বেতন ঢুকে যাবে বলে জানানো হয়েছে। পিএফ সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়েও তিনি বলেন, ৪ থেকে ৫ মাস ধরে কোনও আপডেট নেই। তবে কর্মীদের বেতন থেকে পিএফ কাটা হচ্ছে। যদিও সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। একদিকে কর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, অন্যদিকে রোগীদের দুর্ভোগ দুই মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হচ্ছে। এখন দেখার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি এজেন্সি কত দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং স্বাভাবিক পরিষেবা ফেরাতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ডুয়ার্সে ফের জয় গোর্খা স্লোগান

মেটেলি-নাগরাকাটায় নতুন ব্লক কমিটি গঠন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্সে আবারও শোনা গেল জয় গোর্খা স্লোগান। বিজেপির জোটসঙ্গী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবার সংগঠন আরও শক্তিশালী করতে ডুয়ার্স অঞ্চলে নতুন করে ব্লক কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিল। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মেটেলি ও নাগরাকাটা ব্লকের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।পামচোরা সামুদায়িক ভবনে আয়োজিত এক বৈঠকে দলের নেতারা জানান, পশ্চিম ডুয়ার্স এলাকায় সংগঠন বিস্তার এবং সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত নেতারা বলেন, মেটেলি ও নাগরাকাটা এই দুই ব্লকের কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে মালবাজার এলাকাতেও ব্লক কমিটি গঠন করা হবে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন ব্লক কমিটিগুলিকে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেদের এলাকায় শাখা ও উপশাখা তৈরি করে সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও বিস্তৃত করতে পারে। পরবর্তীতে সমগ্র পশ্চিম ডুয়ার্সকে নিয়ে একটি বৃহত্তর পশ্চিম ডুয়ার্স কমিটি গঠনের পরিকল্পনাও রয়েছে।এদিনের বৈঠকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতারা ডুয়ার্স, পাহাড় ও তরাই অঞ্চলের ভোটারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জোট প্রার্থীদের সমর্থন করে জয়ী করায় সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা। নাগরাকাটা ব্লক কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছে সূর্য কুমার ছেত্রীকে। উপ-সভাপতি পদে রয়েছেন উমেশ শর্মা ও ভূপেন্দ্র মগর। সচিব হয়েছেন কৃষ্ণ লামা। এছাড়া সহ-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দীপু লামা ও সুনীল ছেত্রী। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন অমৃত ছেত্রী।অন্যদিকে, মেটেলি ব্লক কমিটির সভাপতি হয়েছেন অমিত লামা। উপ-সভাপতি পদে রয়েছেন প্রকাশ পরিয়ার ও সূচন থাপা। সচিব হয়েছেন বিজয় চার। সহ-সচিব পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অনুপ প্রধান ও প্রবীণ প্রধান। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন বিকাশ লামা। এছাড়া প্রমুখ উপদেষ্টা হিসেবে রাখা হয়েছে প্রসাদ সারকি ও উত্তম থাপাকে। দলের নেতারা আরও জানান, আগে ডুয়ার্স ও বিভিন্ন ব্লক কমিটি কার্যত ভেঙে গিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমেই সংগঠন পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু সংগঠন বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুন করে ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন এই কমিটিগুলির নেতৃত্বেই বিভিন্ন এলাকায় নতুন শাখা গড়ে তোলা হবে।

ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার ব্যবহারে কড়া নজরদারি পুলিশের

বাবলু রহমান,নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ শব্দদূষণ রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার আরও কড়া অবস্থানে প্রশাসন। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ধর্মীয় স্থানে লাউডস্পিকার ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাল ফালাকাটা থানার পুলিশ। ফালাকাটা থানার উদ্যোগে দক্ষিণ দেওগাঁও ও পশ্চিম শালকুমার গ্রামে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রামবাসীদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়, মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় স্থানে অনুমতি ছাড়া বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশেষ প্রয়োজনে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা হলেও তার আওয়াজ যেন উপাসনালয়ের চত্বরের বাইরে না পৌঁছায়। কারণ অতিরিক্ত শব্দদূষণের ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়ে এবং পরিবেশেরও ক্ষতি হয়। তাই সরকারি নিয়ম মেনে সবাইকে দায়িত্বশীলভাবে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করার আবেদন জানানো হয়েছে।প্রচার অভিযানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকরা জানান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক কর্মসূচির নামে যাতে কেউ আইন ভঙ্গ না করেন, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হবে। নিয়ম অমান্য করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। এদিন শুধু শব্দদূষণ নয়, গো-হত্যা সংক্রান্ত সরকারি আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশিকাও গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরা হয়। পুলিশ জানায়, এই বিষয়ে কোনো বেআইনি কাজ বা আইন ভাঙার অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, শব্দদূষণ কমাতে এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার খুবই প্রয়োজন। ফালাকাটা থানার পুলিশের এই উদ্যোগে এলাকায় সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করছে স্থানীয় মহল।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ - উত্তেজনা

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছেবিশালবনীর দক্ষিণশোল এলাকায়। আহত বিজেপি কর্মী হরিদাস মণ্ডলকে প্রথমে শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিজেপির স্বাস্থ্য সেলের নেতা পবিত্র সাহুর অভিযোগ, শুক্রবার সকালে বাড়ি ফেরার পথে দক্ষিণশোল এলাকায় হরিদাস মণ্ডলের পথ আটকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব হাসপাতালে পৌঁছন। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিষয়টি শালবনী বিধানসভার বিধায়ক বিমান মাহাতো এবং মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর গুছাইতকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পবিত্র সাহু বলেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মীরা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-05-2026 18:35 Page 4

যে বাগানবাড়িতে ‘কল্পতরু’ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ পরমহংসের গলা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় ১৮৮৫ সালে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই যন্ত্রণাময় অবস্থার নাম ক্লার্জিম্যান'স থ্রোট। তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখ নকার বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। চিকিৎসার জন্য ওই বছরের অক্টোবর মাসে রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার শ্যামপুকুরে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলালের মতে, রামকৃষ্ণ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। শ্যামপুকুরে রোগের উপশম ঘটল না, বরং কষ্ট বেড়েই চলল। মাস তিনেক সেখানে থাকার পর ডাক্তার সরকারের পরামর্শে ভক্তরা ১১ ডিসেম্বর বিকেলে রামকৃষ্ণকে কাশীপুর বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে মাইল তিনেক উত্তরে জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, রামকৃষ্ণের খুবই পছন্দ হয়ে গেল।বরানগরের এই বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন জমিদার রানি কাত্যায়নীর জামাই গোপাললাল ঘোষ। রামকৃষ্ণের ভক্তরা মাসিক ৮০ টাকায় প্রথমে ৬ মাস, তারপর আরও ৩ মাস বাড়িটি ভাড়া নেন। বাগানবাড়ির মোট এলাকার আয়তন ছিল ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক। চারদিক ছিল উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে প্রধান ফটক। উত্তর অংশে কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘর আছে,

যেগুলো রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত।তাদের সামনেই দোতলা বসতবাড়ি, যার একতলায় চারটি এবং দোতলায় আরও দুটি ঘর। ওপরের বড়ো ঘরটিতে রামকৃষ্ণ থাকতেন। এখন সেটি কাশীপুর উদ্যানবাটী মঠের প্রধান উপাসনাঘর। পাশের ঘরটি রামকৃষ্ণ স্নান এবং অন্যান্য কাজ সারতেন। বড়ো ঘরটির নিচে একতলায় যে হলঘরটি আছে, সেখ ানে ভক্তরা বসতেন,

এখন সেটি উদ্যানবাটী মঠের দ্বিতীয় উপাসনাঘর। নিচে পুবদিকের ঘরে থাকতেন সারদাদেবী, এখন সেখানে সারদাদেবীর মন্দির। দক্ষিণের যে ঘরটিতে সেবকরা থাকতেন, সেই ঘরে এখন ছোট্ট একটি সংগ্রহশালা রয়েছে।উদ্যানবাটীতে থাকাকালীন কলকাতার বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য চিকিৎসক রামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। আর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল তো ছিলেনই। চিকিৎসকরা রামকৃষ্ণকে কথা না বলতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদিও, সেকথা তিনি মানেননি। কথিত আছে, এই বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। এখানেই নরেন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজন ভক্তকে রামকৃষ্ণ গৈরিক বস্ত্র ও সন্ন্যাস প্রদান করেন। এভাবেই রামকৃষ্ণ সংঘের বীজ বপন করেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজেই। তিনি নরেন্দ্রনাথকে সন্ন্যাসী সংঘের নেতা হিসেবে বেছে নেন এবং অন্যান্য সন্নাসী শিষ্যকে

দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করেন প্রিয় নরেনকে।১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি বিকেলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্য শিষ্যদের আশীর্বাদ করেন রামকৃষ্ণ। তিনি সমাধিস্থ হন, শিষ্যরাও ভাবোন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তরা বলে থাকেন, রামকৃষ্ণ সেদিন পুরাণে বর্ণিত ‘কল্পতরু’-তে পরিণত হয়েছিলেন।

সেই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরা এবং রামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তরা প্রতি বছর ১ জানুয়ারি ‘কল্পতরু দিবস’ পালন করেন। নানা জায়গায় এই দিনটি উদযাপিত হলেও কাশীপুর উদ্যানবাটীর কল্পতরু উৎসব সবচেয়ে বিখ্যাত।এই বাড়িতেই ১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রয়াত হন রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যরা বরানগরের একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নেন।

গৃহী শিষ্যদের অর্থসাহায্যে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মঠ। ১৯৪৬ সালে কাশীপুর বাগানবাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা গড়ে ওঠে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।